শিয়াল ও কাক

ভাষান্তর ঃ মুহাম্মদ ফরিদ উদ্দিন খান

শিয়াল ও কাক

(ব্রায়ান আন্ডারসন, জাহরা জাযায়েরী ও
সারোয়ার পুরিয়ার বর্ণনায় একটি
পরিচিত প্রাচীন গল্প।)

ফার্সী থেকে অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ ফরিদ উদ্দিন খান

www.pathagar.com

শিয়াল ও কাক

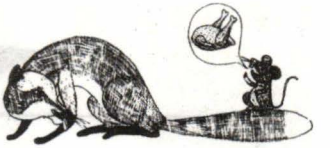

অনুবাদক ঃ মুহাম্মদ ফরিদ উদ্দিন খান

প্রকাশনায় ঃ মোহাম্মদ বেনাউল ইসলাম
ভাইস চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি
১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা, ফোন ঃ ৯৫৬৯২০১
৯২২, জুবিলি রোড, নিয়াজ মঞ্জিল, চট্টগ্রাম, ফোন ঃ ৬৩৭৫২৩

মূল্য ঃ ১৫.০০ টাকা

মুদ্রণে ঃ বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি (প্রেস) লিঃ
১৪৬, আরামবাগ, ঢাকা-১০০০

Shial-o-Kak -Translated by : Mohammad Farid Uddin Khan,
Published by : Mohd. Benaul Islam, Vice-Chairman
Bangladesh Co-oparative Book Society Ltd. Chittagong-Dhaka.
Price : Tk. 15.00, US $: 1.00 *ISBN -984-493-041-3*

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

শীতকাল। এক চাঁদনী রাতে সকল পশু পাখী ও কীট পতঙ্গ যখন ঘুমিয়ে পড়লো তখন শিয়াল তার গর্ত থেকে বেরিয়ে এলো। ভীষণ ক্ষুধা শিয়ালের। মন তার শুধু খাই খাই করছে।

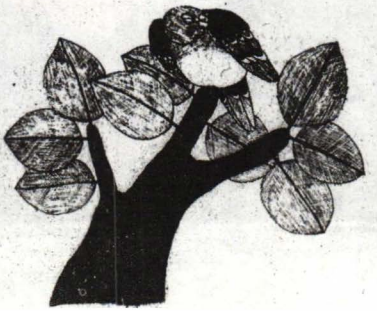

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রথমেই গেল সে নদীর পাড়ে ঝোপের ধারে। বুনো হাঁসদের ঘুম ছিল খুবই হালকা। শিয়ালের পায়ের আওয়াজ পেয়েই বাসা থেকে লাফিয়ে পড়লো পানিতে। পানির কল্‌কল্‌ আওয়াজে বৃদ্ধ ব্যাঙের ঘুম ভেঙ্গে গেল। তার মুখের পাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল একটি মশা। লম্বা জিহ্বা দিয়ে খপ করে ধরে ফেললো মশাকে। মশাটাকে গিলে আবারও ঘুমিয়ে পড়লো ব্যাঙ।

www.pathagar.com

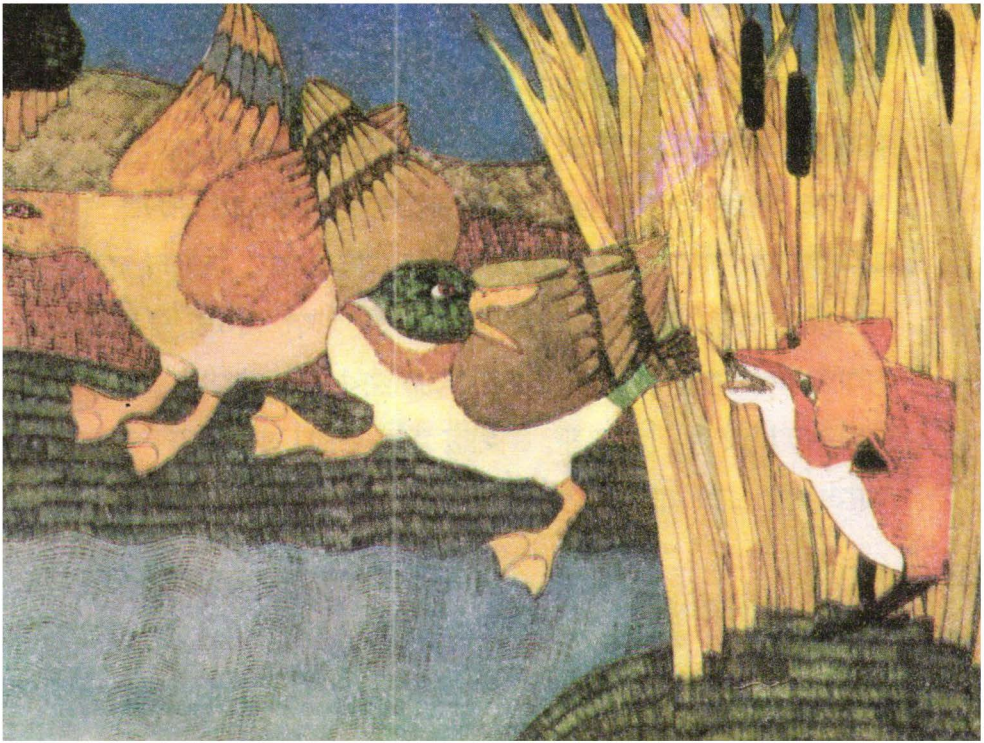

www.pathagar.com

শিয়াল দৌড়ে ছুটলো গ্রামের দিকে। সেখানে ছিল একটি মুরগীর খামার। মুরগীরা সব ঘুমে। জ্ঞানী বড় মোরগ গাছের ডালে বসে পাহাড়া দিচ্ছে। তার সজাগ দৃষ্টি চারদিকে। কোথাও কোন শব্দ হলেই পরখ করে দেখে কিসের শব্দ, কার শব্দ! শিয়াল কাছে গিয়েই বললোঃ সালামু আলাইকুম, মোরগ সাব! কেমন আছেন? সবাই ভাল আছে তো? এত উপরে আপনার ঠান্ডা লাগেনা? আসুন না নিচে। দুই বন্ধু মিলে গল্প ও হাটা হাটি করি। একা একা গাছের ডালে ঘুম এসে যাবে।

www.pathagar.com

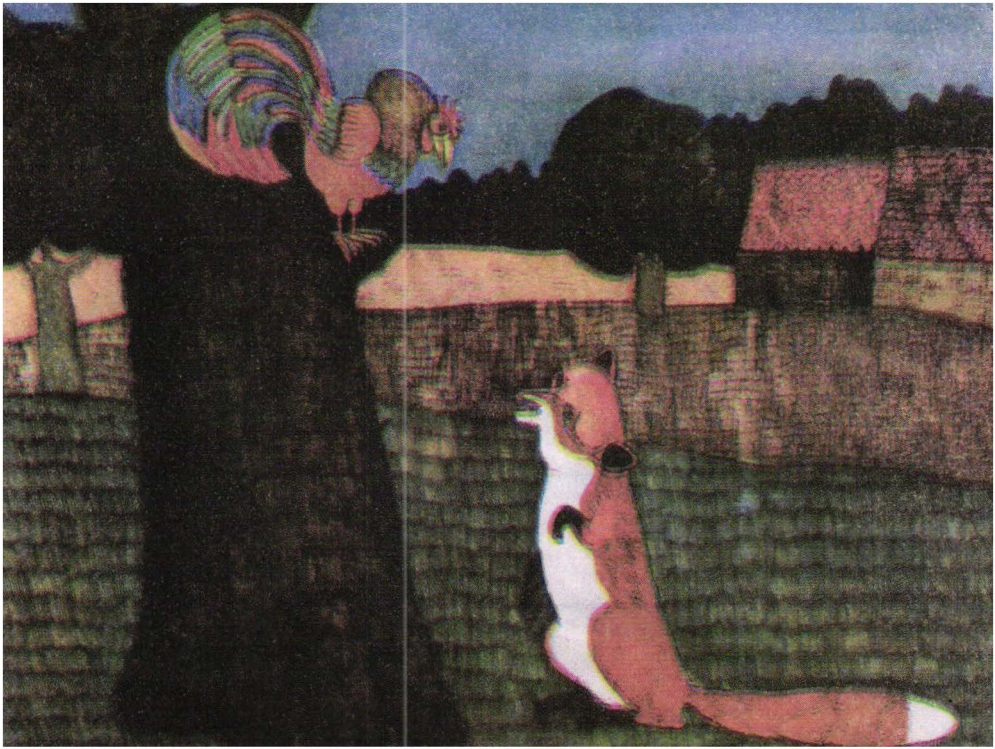

www.pathagar.com

বুদ্ধিমান মোরগ জবাব দিলোঃ চমৎকার প্রস্তাব দিয়েছেন বন্ধু! কিন্তু আমরা বোধ হয় বেশীক্ষণ হাটা হাটি ও গল্প করতে পারবো না। ঐ দেখুন না দেয়ালের ওপাড় থেকে চাষী তাঁর শিকারী কুকুরদের নিয়ে এদিকেই আসছে।"

মোরগের কথা শুনেই শিয়ালের মনে ভয় ঢুকে গেল।

মোরগ যে শিয়ালকে ফাঁকি দিচ্ছে তা না বুঝেই সে লেজ সটান করে দিলো ছুট জঙ্গলের দিকে। কাঠ বিড়ালীরা পথিমধ্যে যেসব দানা জমা করেছিল শিয়ালের পায়ে লেগে তা ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

কিছুদুর যেতে না যেতেই শিয়ালের পথে পড়লো এক খরগোশ। শিয়াল ভাবলো ঃ "এমন খরগোশ রাতের খানা হিসাবে খুব মজাদার হবে।" এরপর ছুটলো খরগোশের পিছনে। কিন্তু খরগোশ কারো খোরাক হতে চায়নি বলে যে ফোকড় থেকে বেরিয়ে এসেছিল সেই ফোকড়েই ফিরে গেলো। শিয়ালের পক্ষে ঐ ফোকড়ে ঢোকা সম্ভব ছিল না। তাই নিজের পথ ধরলো।

www.pathagar.com

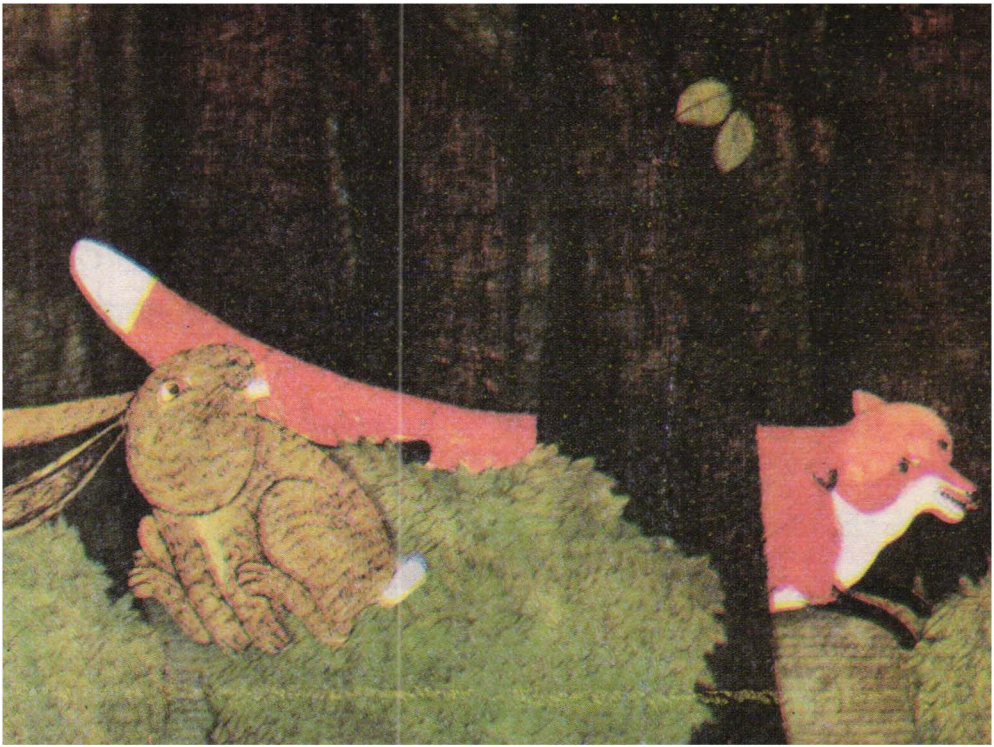

www.pathagar.com

এবার শিয়ালের অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে গেলো। ক্ষুধায় সে অস্থির। এর উপর প্রচন্ড শীত। ক্ষুধার যন্ত্রণায় সে একটা ইঁদুর ধরে খেতে চাইলো। কিন্তু সে রাতে ইঁদুরেরাও তাকে ফাঁকি দিতে লাগলো। সে কোন ইঁদুরের গর্তের মুখে গিয়ে বসলেই তাকে দেখে ইঁদুর পেছনের গোপন পথ দিয়ে পালিয়ে যেতো।

www.pathagar.com

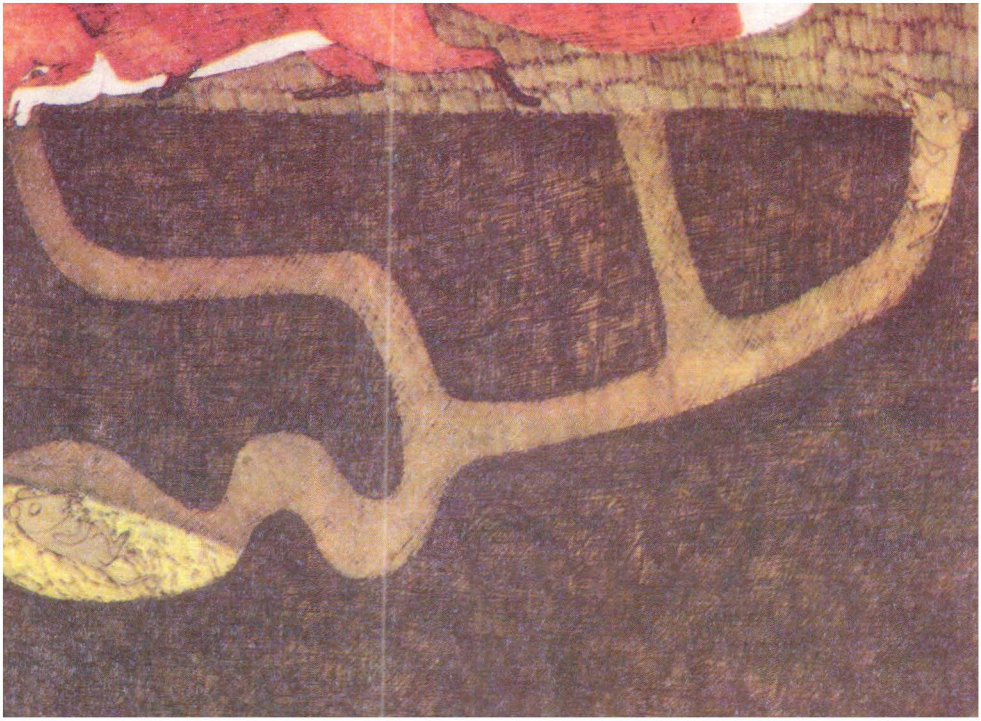

www.pathagar.com

অবশেষে ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত শিয়াল নিজের বাসার দিকেই পথ ধরলো। জঙ্গলের অপর প্রান্তে যখন পৌঁছলো তখন দেখলো এক বৃদ্ধ কাক গাছের ডালে বসে আছে। তার ঠোঁটে এক খন্ড পনির। ব্যস, শিয়াল বুদ্ধি খাটিয়ে চিৎকার করে বললো ঃ আরে, আরে, কাক মশায় যে! সালামু আলাইকুম। কেমন আছেন। আজতো আপনাকে সবচে বেশী সুন্দর লাগছে! এ জঙ্গলে আপনার মত আর কেউ সুন্দর আছে বলে মনে হয় না। ঠিকই বলে থাকে যে, বাজ পাখীরাও আপনার মতো পাখার অধিকারী নয়। ময়ূরেরাও আপনার মতো পুচ্ছ পালকের অধিকারী নয়। এবং বুলবুলেরা আপনার মতো গাইতে পারে না। ওরাও নাকি আপনাকে দেখে হিংসা করে। কতইনা ভাল হতো এ চাঁদনী রাতে আপনিও যদি আমার সাথে কিছু গাইতেন।"

www.pathagar.com

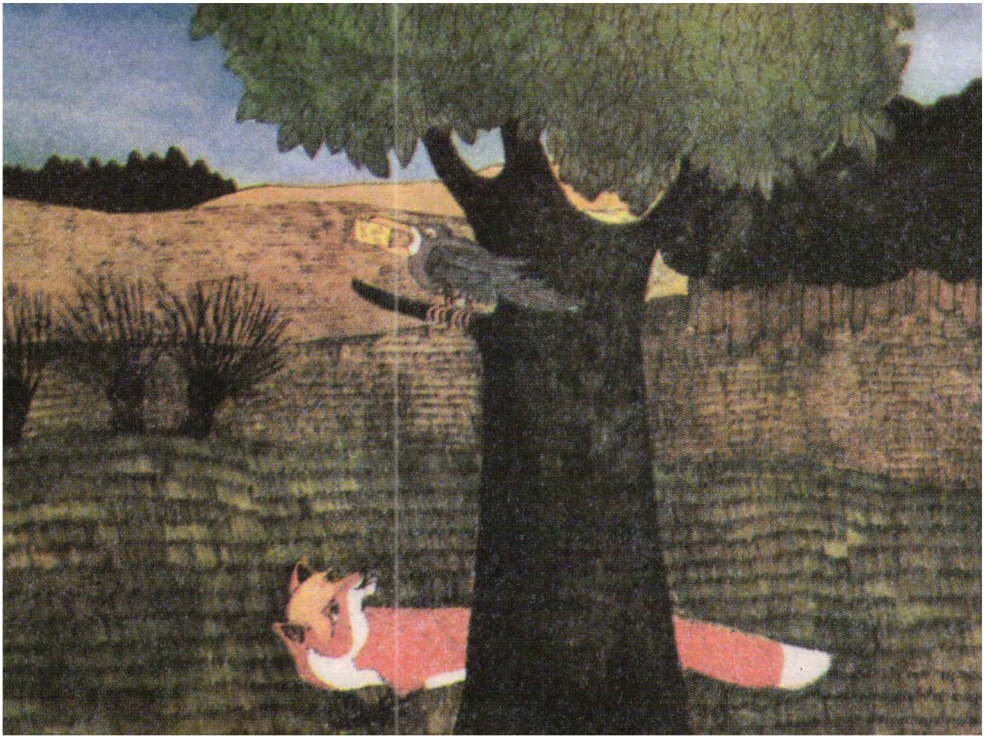

www.pathagar.com

কাক শিয়ালের মুখে নিজের তারিফ শুনে খুবই খুশী হলো। তাই দেরী না করে ঠোঁট ছড়িয়ে শুরু করলো কা কা কা।

পাশের গাছের ডালে বসে ঝিমুচ্ছিলো কোকিল। হঠাৎ কাকের কর্কষ চিৎকারে ভয় পেয়ে লাফিয়ে উঠলো এবং পাখা মেলে জোরে নিজের কান চেপে রাখলো। যেনো কাকের আওয়াজ তার কানে না যায়। কাকের আওয়াজে কোকিলের বড় বিরক্তি লাগে।

এদিকে কাকের প্রথম কা কা বলার সাথে সাথেই তার মুখ থেকে খসে পড়লো পনির টুকরা। শিয়াল হা করেই ছিল। ঠিক তার মুখের ভেতরই এসে পড়লো পনির।

www.pathagar.com

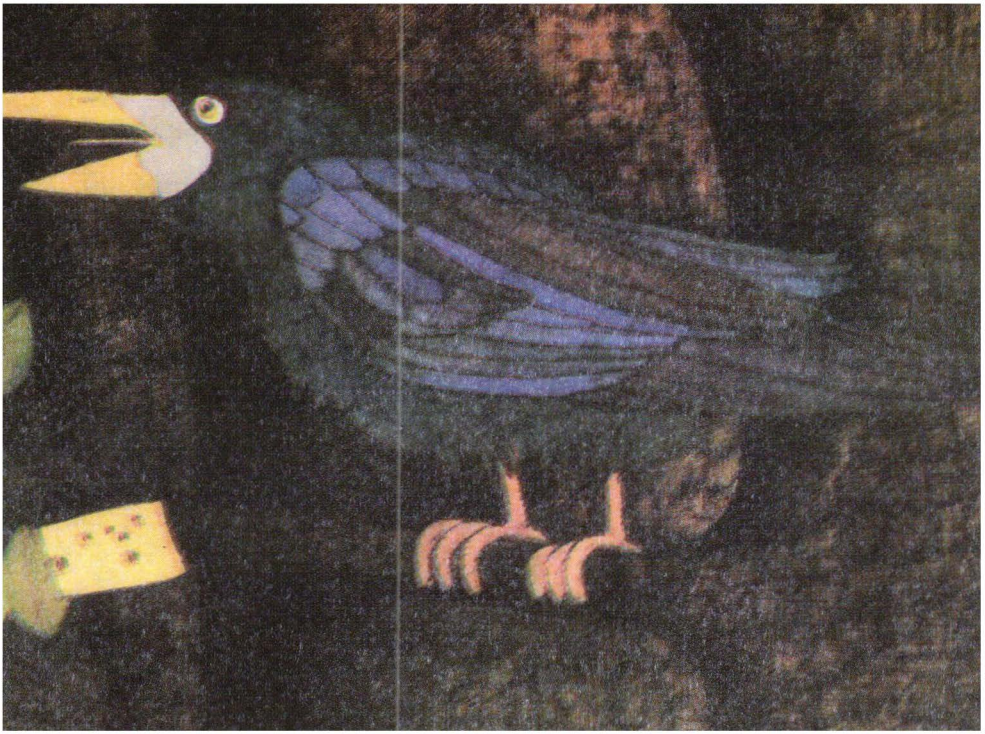

www.pathagar.com

শামুক বেচারা তাজ্জব হয়ে দুই চোখ বের করে দেখছিল কাকের কান্ড। শিয়াল দাঁত দিয়ে আকড়ে ধরে জিহ্বা দিয়ে পনির টুকরাটি মুখের ভেতর নিলো। এরপর শামুকের দিকে মুচকি হেসে গিলে ফেললো পনির।

চালাক কাকও শিয়ালের কাছে ঠকে গিয়ে হা করে বোকার মত তাকিয়ে রইল।

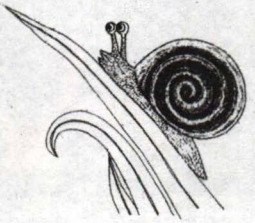

www.pathagar.com

পাঠকের সাথে দু'টি কথা

আমাদের সময়ের মতই অনেক অনেক আগের দিনেও লোকজন দূরের গ্রাম-গঞ্জ, শহর ও দেশ-বিদেশে সফরে যেতো। আবার সফর থেকে ফিরে আসার পথে তোমাদের মত প্রিয় জনদের জন্য অনেক সওগাত বা গিফ্‌ট নিয়ে আসতো। এসব গিফটের ভেতর থাকতো জামা কাপড়, কখনো সুরমা-আতর, কিংবা সুন্দর একটি গানের পাখী আবার কোন কোন সময় একটি গল্প।

www.pathagar.com

গল্প কাহিনী লোকজনের সাথে সাথে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ছড়িয়ে পড়তো। একজনের মুখ থেকে কয়েক জনের কানে আবার তাদের মুখ থেকে অন্যদের কানে এ গল্প কাহিনী ছড়িয়ে পড়তো। মানুষের চেয়েও গল্প যেনো বেশী ভ্রমণ করতো।

তবে এসব সফরে গল্প কাহিনী ছোট বড় হয়ে যেতো। লোকজন গল্প বানিয়ে বানিয়ে বড় করে ফেলতো। আবার সংক্ষেপ বা ছোটও করতো। কখনো বা গল্পকে বদলে ফেলতো।

অনেক গল্প এতো বেশী বেশী সফর করতো যে, এদের জন্মস্থান যে কোথায় তা জানা মুশকিল হয়ে পড়তো। এতো বড় দুনিয়ার কোথায় যে একটি গল্প জন্ম নিয়েছিল তা আর জানার উপায় থাকতো না। অবশ্য গল্প কাহিনীর জন্ম কোথায় কোন

www.pathagar.com

দেশে তা কোন বড় কথা নয়। কিচ্ছা কাহিনী গল্পসল্প এখন কারো একার নয়। এগুলো সবার ও সব দেশের সম্পদ। একটি গল্পকে যে কেউ যে কোন ভাবে বলারও অধিকার রাখে। শুনতে ভাল লাগলেই হলো। আবার যদি গল্পের সাথে সাথে ছবিও থাকে তাহলে তো আরও মজা। ছবি থাকলে কিন্তু কথা বেশী না থাকলেও চলে। ছবি দেখে নিজেরাই গল্প বানাতে পারো। কি বল, পারবে না? নিশ্চয়ই পারবে।

কাক ও শিয়ালের গল্পটাও কিন্তু অনেক পুরানো। সবার জানা। তবে এখানে একটু ভিন্ন ভাবে বলা হলো

আবার এক ইরানী কবি তাঁর এ গল্পকে যে ভাবে বলেছেন আমরা এখানে এর অনুবাদ তুলে ধরলাম।

www.pathagar.com

"পনির টুকরো দেখতে পেয়ে ধূর্ত কাক
খাওয়ার লোভে ভুলে গেলো কা-কা ডাক
ছিনিয়ে নিয়ে বসলো গিয়ে গাছের ডাল
কাকের মুখে দেখলো পনির খেক্ শিয়াল
বললো হেসে নিচে বসে বাহ্ কী কাক
এতো রূপের অঙ্গ দেখে হই অবাক
নিশ্চয় নয় তোমার মত কারো গান
গাওনা ভাই শুনে জুড়াক আমার প্রাণ
নিজের তারিফ শুনে কাক হইল বোকা
গান ধরিতে মুখটি তার করলো ফাঁকা
মুখের পনির ছুটে গিয়ে পড়লো যেই
চালাক শিয়াল লুফে নেয় তা মুখেতেই।"

www.pathagar.com

কেমন লাগলো বলত শুনি!

আচ্ছা, তুমি কি এ গল্পটা অন্যভাবেও বলতে পারবে? নিশ্চয়ই পারবে। তাহলে তোমার বড়দের শুনিয়ে দাও। আর হ্যা, যদি পার তবে নিজের মত করে লিখে ফেল! ভারী মজা হবে।

সাথে সাথে ছবিও আঁকতে পার। এই বইয়ের ছবিগুলো দেখে দেখে আঁকার চেষ্টা করেই দেখোনা! কাগজ ও কয়েকটি রঙিন পেন্সিল লাগবে।

যাক।

শেখ কথা হলো ঃ

গল্পটা ও ছবিগুলো কেমন লাগলো

এবং

আরো গল্প ও ছবির বই চাও কি-না

আমাদের জানাবে।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
বিক্রয় কেন্দ্র ঃ
১৫০/৫২ নিউ মার্কেট, ঢাকা
ফোন ঃ ৯৬৬৩৮৬৩

৩৮/৪, মান্নান মার্কেট (২য় তলা)
বাংলা বাজার, ঢাকা।

৭৯, জামে মসজিদ শপিং কমপ্লেক্স
(১ম তলা) চট্টগ্রাম।

www.pathagar.com

BCBS
Estd-1949

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম-ঢাকা

www.pathagar.com